যুগান্তর

তারিখ 05 FEB 2013
পৃষ্ঠা ২ কলাম ১

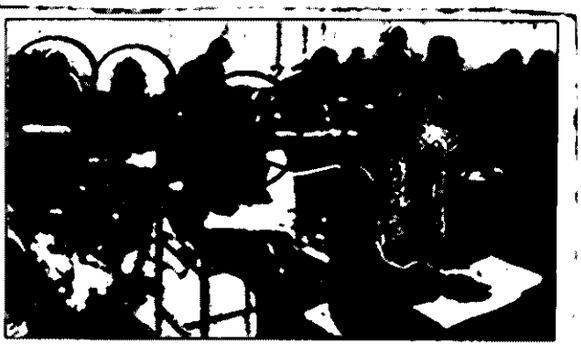

যুগান্তর

পটুয়াখালীর কলাপাড়ায় ২০১০ সালে জেএসসি পরীক্ষায় অকৃতকার্য হয়েও যারা এবারের এসএসসি ভোকেশনাল পরীক্ষা দিচ্ছে তাদের কয়েকজন (লাল গোল চিহ্নিত)

কলাপাড়ায় অর্ধশতাধিক ভুয়া এসএসসি পরীক্ষার্থী

কলাপাড়া প্রতিনিধি।

চলতি বছরের এসএসসি (ভোকেশনাল) পরীক্ষায় কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের অধীনে কলাপাড়ায় অর্ধশতাধিক শিক্ষার্থীর অবৈধভাবে অংশগ্রহণের অভিযোগ পাওয়া গেছে। বোর্ড ও বিদ্যালয়ের কাগজপত্র অনুসন্ধান করে ঘটনার সত্যতা মিলেছে। এমনকি সংশ্লিষ্ট শিক্ষকরাও ঘটনার সত্যতা স্বীকার করেছেন। শিক্ষক ও বোর্ডের অসাধু কর্মকর্তাদের যোগসাজশে বিপুল পরিমাণ অর্থের বিনিময়ে এ ঘটনা ঘটেছে। একই ঘটনা সারাদেশে ঘটছে বলেও অভিযুক্তরা দাবি করেছেন। জানা গেছে, বরিশাল বোর্ডের অধীনে ২০১০ সালের জেএসসি (অষ্টম শ্রেণী) পরীক্ষায় পৌর শহরের খেপুপাড়া বালিকা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ৮৭ জন ছাত্রী অংশগ্রহণ করে ৩৫ জন অকৃতকার্য হয়। তাদের মধ্যে নন্দিতা পাইন, নিলাত্রা মনি, খাদিজা বেগম, অন্তরা রানী, শিরিন আক্তার, ছিতা রানী দাস, নুরুন্নাহার আক্তার, আসমা, শাহানা হক, রুমানা আক্তার ও রাবেয়া আক্তারের নাম জানা গেছে। ওই ছাত্রীরা একই বিদ্যালয়ে অষ্টম শ্রেণীতে ভর্তি হয়ে নিয়মিত অধ্যয়ন করে জেএসসিতে অংশ নিয়ে ফেল করে।

জেএসসি পরীক্ষা চালু হওয়ার পর জেএসসি বা সমমানের পরীক্ষায় পাস না করে নবম শ্রেণীতে ভর্তি হওয়ার সুযোগ নেই। এমনকি কারিগরি শাখায় ভর্তি হতে হলেও অবশ্যই অষ্টম শ্রেণী পাস হতে হবে। কিন্তু ওই বিদ্যালয়ের কারিগরি ট্রেডের শিক্ষকরা ফেল করা শিক্ষার্থীদের টার্গেট করে। অভিযোগ রয়েছে, শিক্ষকরা উল্লিখিত ছাত্রীদের কাছ থেকে জনপ্রতি পাঁচ থেকে দশ হাজার টাকা নিয়ে ২০১১ সালে নবম শ্রেণীতে বিভিন্ন ট্রেডে ভর্তি করে। এরপর কারিগরি বোর্ডের দুর্নীতিবাজ কর্মকর্তাদের যোগসাজশে নবম শ্রেণীতে ওই ছাত্রীদের নিবন্ধন করায়। এমনকি তারা ওই বছর নবম শ্রেণীর সেমিস্টার ফাইনাল পরীক্ষায় অংশ নেয়। বর্তমানে তারা কারিগরি বোর্ডের অধীনে এসএসসি (ভোকেশনাল) পরীক্ষা দিচ্ছে। সূত্র জানায়, প্রয়োজনীয় শিক্ষার্থী না পাওয়ায় কারিগরি শাখার শিক্ষকরা এ কাজ করছেন। এমনকি শিক্ষার্থী সংকটের কারণে উপজেলার নওয়াপাড়া সম্মিলিত বালিকা কর্তৃপক্ষ ২০১১ সালে সপ্তম শ্রেণীতে অধ্যয়নরত এক ছাত্রকে দিয়ে এসএসসি (ভোকেশনাল) পরীক্ষা দেয়ায়। গোপন সংবাদের ভিত্তিতে প্রশাসন তাকে আটক করে। এসএসসি পরীক্ষার প্রথম দিনে খেপুপাড়া কেন্দ্রের খেপুপাড়া মডেল স্কুল অ্যান্ড কলেজ ভেন্যুতে গিয়ে এক নং কক্ষে উল্লিখিত ছাত্রীদের বাংলা দ্বিতীয়পত্র পরীক্ষা দিতে দেখা গেছে। কেন্দ্র সূত্রে জানা গেছে, ওই পরীক্ষার্থীদের নাম ও এসএসসি পরীক্ষার রোল নম্বর যথাক্রমে জেনারেল ইলেকট্রনিক্স ট্রেডে নন্দিতা পাইন রোল ৪৫৫১১৫, শিরিন আক্তার রোল ৪৫৫১১৭। ড্রেস মেকিং ট্রেডে নিলাত্রা মনি রোল ৪৫৫১২৩, খাদিজা বেগম রোল ৪৫৫১২৪, অন্তরা রানী রোল ৪৫৫১২৭, ছিতা রানী দাস রোল ৪৫৫১২৯। ফুড প্রসেসিং ট্রেডে নুরুন্নাহার আক্তার আসমা রোল ৪৫৫১৩২, রাবেয়া আক্তার রোল ৪৫৫১৩৩, শাহানা হক রোল ৪৫৫১৩৪, রুমানা আক্তার রোল ৪৫৫১৩৫। একইভাবে এই কেন্দ্রে উপজেলার অপর পাঁচটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কারিগরি ট্রেডের অর্ধশতাধিক শিক্ষার্থীর অংশ নেয়ার অভিযোগ রয়েছে। এমনকি নবম শ্রেণীর সেমিস্টার ফাইনাল পরীক্ষায় একইভাবে বহু শিক্ষার্থীর অংশ নেয়ার কথাও সূত্র জানিয়েছে, যা তদন্ত করলে বেরিয়ে আসবে। কলাপাড়া উপজেলার বিভিন্ন বিদ্যালয়ে কারিগরি শাখায় কর্মরত একাধিক শিক্ষক ঘটনার সত্যতা স্বীকার করে বলেন, জেএসসি বা অষ্টম শ্রেণী পাস না করেও এসএসসি (ভোকেশনাল) পরীক্ষায় অংশ নেয়ার ঘটনা শুধু কলাপাড়ায় নয়, দেশের অনেক স্থানেই ঘটছে। কারণ প্রতিটি ট্রেডে ১৫ জন করে শিক্ষার্থী ভর্তির বিধান রয়েছে। কিন্তু ওই পরিমাণ শিক্ষার্থী পাওয়া যায় না। ফলে আমাদের বেতন-ভাতা বন্ধ হওয়ার আশংকা থাকে। তাছাড়া জেএসসিতে ফেল করা ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষাজীবন শেষ হয়ে যায়। তখন অভিভাবকদের অনুরোধেই ভর্তি করাই। তবে অতিরিক্ত অর্থ গ্রহণের বিষয়টি অস্বীকার করেন তারা। এ ব্যাপারে খেপুপাড়া কেন্দ্রের সহকারী সচিব ও খেপুপাড়া বালিকা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মোঃ আনোয়ার হোসেন জানান, বিষয়টি তার জানা নেই, কেননা তৎকালীন তিনি বিদ্যালয়ে কর্মরত ছিলেন না।